নারী-পুরুষের সম্মিলিত শক্তি রুখবে দুর্নীতি

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

দুর্বার

PROGATI
Promoting governance, accountability transparency and integrity

আমরা সকলেই জানি ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি। টাকার বিনিময়ে কোন কাজ কাউকে পাইয়ে দেওয়া হলো নিত্য দুর্নীতির একটি উদাহরণ। ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড থেকে শুরু করে ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের টেন্ডারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কোম্পানী এবং স্থানীয় এজেন্টদের দুর্নীতির কাহিনী আমাদের জানা আছে। তাই একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, দুর্নীতি রাষ্ট্রের শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে নয়, একেবারেই তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এবং এটি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে চলেছে। আমরা প্রত্যেকেই দুর্নীতিকে একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য করতেও ভুলে যাচ্ছি।

দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রের উৎপাদনশীল খাত অপেক্ষা দুর্নীতির সুযোগ আছে এমন খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেশী ব্যবহার হয়, রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যক্তির পকেটে যায়, দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগ কমে যায়, প্রতিযোগীতা, উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি এবং পেশাদারিত্ব হ্রাস পায়, প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাজ করার সুযোগ কমে যায়, ফলে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং নাগরিক তথা নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

অস্বচ্ছ, জটিল আইন ও বিধিমালা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার অভাব, এক একটি ব্যাক্তি বা গোষ্ঠির একচ্ছত্র আধিপত্য ইত্যাদি আমাদের দেশে দুর্নীতির বিস্তারকে গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি আমাদের দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের অনুসঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্নীতি কোন ধরণের অপরাধ হিসাবে গন্য হয় না। সাধারণ নাগরিক এক্ষেত্রে যেমনি নিজেকে অসহায় মনে করে তেমনি শিক্ষিত/ভাল মানুষগণ নিজেদের গা বাঁচিয়ে নিষ্ক্রিয় ও নিরব থাকে। ফলে দুর্নীতি পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী নারী। আমরা লক্ষ্য করি যে, দাপ্তরিক কর্মকান্ডে নারীর নৈতিক অবস্থানও অত্যন্ত সবল। ফলে দুর্নীতির সাথে একজন নারীর সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও কম। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে দক্ষতার অভাব রয়েছে এমন অভিযোগ এনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে তাঁকে দূরে রাখা হয়। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলোর খোঁজ-খবর নিলেই এ বিষয়টি সর্ম্পকে একটি পরিষ্কার ধারণা আমরা পেতে পারি। তাই সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে, দুর্নীতির ফলে নারীর ক্ষমতায়নও বাধাগ্রস্থ হয়। শহর বা গ্রাম যে কোন অঞ্চলের নাগরিক সমাজকে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা সহ গণমাধ্যম ও সরকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব। অবাধ তথ্যপ্রবাহ দুর্নীতি প্রতিরোধে বড় ধরণের ভূমিকা রাখে। তথ্যসমৃদ্ধ মানুষ সচেতন হয় এবং দুর্নীতির জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে সংঘবদ্ধভাবে দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের উপর নজরদারী করতে পারে। আজকের এই দুর্নীতি বিরোধী প্রচারাভিযানের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় করা। যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্থ বা দুর্নীতিকে লালন করে তারা সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু তাদের সাহসের উৎস হচ্ছে সমাজের অপরাপর নাগরিকবৃন্দের নিষ্ক্রিয়তা। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ বিশেষভাবে নারী জনগোষ্ঠি দুর্নীতির কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু সমাজের বিত্তশালী/মধ্যবিত্ত মানুষ অপরের দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সে ক্ষতি তাঁরা সামলে উঠতে পারেন। তাই দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁদের থাকলেও তাঁরা নিরব ও নিষ্ক্রিয় থাকেন।

আমাদের দেশের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্নীতি নামক এই কাল সাপকে রুখতে পারলে অবশ্যই দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি বন্ধের জন্য যেমনি যথাযথ আইনের প্রয়োগ জরুরী তেমনিভাবে দুর্নীতিকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব উদ্যোগ থাকা দরকার এবং আগামী প্রজন্ম তথা আমাদের সন্তানদেরকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা দরকার- যাতে করে তাঁরা দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শেখে। দুর্নীতি প্রতিরোধে আমরা যেন তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালাতে পারি। আবার আমরা এর বিরুদ্ধে নিজের পরিমন্ডলেও সোচ্চার হয়ে পরিবর্তন আনতে পারি।

আসুন আমরা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
আমাদের এলাকায় তথা বাংলাদেশের দুর্নীতি হ্রাসে ভূমিকা রাখি।